দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 26 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ইউনানী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা

হাকীম এম, এ করীম সিদ্দিকী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বোর্ড অব ইউনানী এণ্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন, বাংলাদেশ একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে অন্তত দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত। এ বহুবিধ কাজের মধ্যে বিশেষত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ১৩টি বেসরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। কিন্তু যথাযথ সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তন্মধ্যে শিক্ষকদের সমস্যা খুবই প্রকট। আমরা এখানে কেবল একটি মানবিক বিষয় বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টিগোচর করতে চাই।

সরকার আগামী "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চান। এ লক্ষ্যে প্রচলিত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকেও স্বাস্থ্য খাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং উন্নয়ন এখন সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত। আর ঐ নীতির একান্ত বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রচুর দক্ষ হাকীম-কবিরাজ। কিন্তু, যারা এ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী করবেন; তাঁদের কথা কী কখনো ভেবে দেখেছেন? সত্যকথা বলতে কি, প্রকৃতপক্ষে এদেশের শাস্ত্রানুরাগী ইউনানী-আয়ুর্বেদিক শিক্ষক সমাজই অতিকষ্টে কলেজগুলোকে টিকিয়ে রেখেছেন। একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। কারণ তাঁরা নামেমাত্র বেতনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অন্তিম প্রান্তেও তাদের ভাগ্যে জোটেনি কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা। মনে হয় যেন এদের দেখার মত কোন সরকার নেই। অথচ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী সরকারী বেনিফিট পাচ্ছেন। কিন্তু, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক কলেজ শিক্ষকগণ বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে উক্ত ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত। তবে কি তাঁদের দেশ সেবার কোন মূল্য নেই? অথচ, তাঁরা উচ্চতর ইউনানী ডিপ্লোমা কোর্স (সাড়ে চার বৎসর মেয়াদী) শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একটি মৌলিক ও মানবিক পেশার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আমরা এ বিষয়ে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাথে পূর্বেও কথা বলেছি। যেহেতু বোর্ডের এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন ছাড়া কলেজের অর্থ মঞ্জুরিও প্রদান করে থাকে। ১৯৮৩ সনের "ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ" অনুযায়ী বোর্ডের উল্লেখিত কাজ ব্যতীত প্রকাশনা, গবেষণা প্রকল্প, ঔষধের মান নির্ধারণ ও চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এজন্যই অত্র বোর্ডকে অধিদপ্তরের ন্যায় একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করা হয় যা অন্য কোন শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, এটা সহজেই অনুমেয় যে, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড দেশে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা বোর্ড অপেক্ষা একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধিকতর দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এ জন্যই, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক কলেজ শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের স্বাভাবিক দায়িত্বও বোর্ডের উপর বর্তায়। বোর্ড সমীপে আমাদের বক্তব্য ছিল, "সরকার যথারীতি কলেজগুলোকে অনুদান প্রদানের জন্য বোর্ডকে অর্থ দিচ্ছেন; এখানে কেবল মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে উহা বেতন স্কেল অনুযায়ী অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইউনানী আয়ুর্বেদিক কলেজ শিক্ষকদেরও প্রদান করা হোক"।

আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রণালয়ও এ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন এবং বোর্ডকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও দেবেন। কারণ, এতে করে সরকারী অর্থের যথাযথ বন্টন ও ব্যয় নিশ্চিত হবে। ফলে, প্রতিযোগিতামূলকভাবে মেধাবী শিক্ষকের শাস্ত্রীয় সেবার সুযোগ ঘটবে। আর, এর শুভ প্রভাবে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পাবে। যা বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে একান্ত জরুরী বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

অতএব, আশা করবো, বোর্ড যথাশীঘ্র এ লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যাতে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষায় নবোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়।